



ମାତବିକ ସହାୟତା କର୍ମସୂଚିତେ ଜବାବଦିହିତା ବାସ୍ତବୀୟତ ସହାୟିକା

ମାତବିକ ସହାୟତା କର୍ମସୂଚିତେ ଜବାବଦିହିତା ବାସ୍ତବୀୟତ ସହାୟିକା ସୋଶ୍ୟାଲ ଇଣ୍ଡ ହିକୋତୋମିକ ଇତହ୍ୟାକ୍ଷମେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ-ସିମ୍ପ ଏଠା
ତିର୍ବାହି କମିଟି କର୍ତ୍ତକ ସ୍ତ୍ରୀତ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭାୟ ଅନୁମୋଦିତ।

ଅନୁମୋଦିତେର ତାରିଖ: ୭ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୦
କାର୍ଯକର ହବାର ତାରିଖ: ୭ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୦

১. কর্মসূচির জবাবদিহিতা বাস্তবায়নের সহায়িকার উদ্দেশ্য

সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক ইনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম-সিপ পরিচালিত মানবিক সহায়তা কর্মসূচিসহ সকল প্রকল্পে জবাবদিহিতা বাস্তবায়নে কর্মীদের দিক-নির্দেশনা দেবে এই সহায়িকা। কর্মীরা যেন প্রয়োজনীয় সকল ধাপ মেনে জবাবদিহিতা বজায় রাখতে পারেন এবং কমিউনিটির মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারেন সেজন্য এই সহায়িকা কৌশল নির্ধারণে সহায়ক হবে।

২. জবাবদিহিতা কী?

জবাবদিহিতা হলো সোশ্যাল এন্ড ইকোনোমিক ইনহ্যান্সমেন্ট প্রোগ্রাম-সিপ এর একটি অঙ্গীকার যার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী অথবা প্রকল্পের উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতি স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার পাশাপাশি তাদের মানবিক মর্যাদার সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়। জবাবদিহিতা বলতে সিপ-এ আমরা বুঝি, ক্ষতিগ্রস্ত বা উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধতা; কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনে স্টেকহোল্ডার, কমিউনিটির মানুষ এবং বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা।

৩. জবাবদিহিতা কী কী ইতিবাচক সুফল বয়ে আনতে পারে?

- কর্মসূচি পরিকল্পনা আর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুণগত মান বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের কর্মসূচিকে প্রয়োজনের উপযোগী এবং প্রাসঙ্গিক কতে তুলবে।
- স্থানীয় জনসাধারণের কাছে আমাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে এবং সত্যিকার অর্থে তাদের সহযোগী হিসাবে কাজ করতে এবং সম্পর্ক উন্নয়নে সাহায্য করবে।
- বরাদ্দকৃত অর্থের অপব্যয় বা দুর্নীতি প্রতিরোধে সাহায্য করবে।
- কর্মসূচি বাস্তবায়নে গৃহীত কৌশলের কারণে অথবা আমাদের সহকর্মীদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সদস্য বিশেষভাবে নারী ও শিশুরা সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করতে পারবে।
- আমরা যে স্বচ্ছতার সাথে আর গুণগত মান নিশ্চিত করে কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করতে পারি তা আমরা আমাদের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহকে দেখাতে সক্ষম হবো।

৪. বাস্তবক্ষেত্রে জবাবদিহিতার স্বরূপ

- **নিয়মিত, সময়মতো এবং সংগৃহীত তথ্য বিনিময় করা:** আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সদস্যরা যেন নিয়মিত, সময়মতো এবং তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য পান সে বিষয়ে তথ্য আদান প্রদানের পদ্ধতিকে একটি মানসম্মত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আমাদের কর্মী ও প্রতিনিধিদের কাছে কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করতে পারে, কীভাবে তারা আমাদের প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে এবং তাদের মতামত ও অভিযোগ জানাতে পারে, সে সব বিষয়ে সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য জানাতে হবে- যেমন, আমাদের তথ্য বিনিময়ের চলমান পদ্ধতিগুলো কী তা জানা ও সেগুলোকে নির্দিষ্ট মানে নিয়ে যাওয়া এবং বিভিন্ন ধরনের উপকারভোগীর জন্য তথ্যসমৃদ্ধ বিভিন্ন রকমের সহায়ক উপকরণ তৈরি করা। তথ্য বিনিময়ের প্রধান বিষয় হতে পারে-
 - সিপ এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের তথ্য জানানো
 - প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য (বাজেট অথবা বরাদ্দের তথ্যসহ) জানানো
 - কীভাবে জনগণ এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারে সে সম্পর্কে তথ্য জানানো।
- **অংশগ্রহণ:** অংশগ্রহণ জবাবদিহিতার একটি মৌলিক নীতি। অংশগ্রহণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকাউন্টিবিলিটি পার্টনারশিপ (হ্যাপ) মানদন্ডের মূলকথা হলো, প্রকল্পের সকল পর্যায়ে অর্থাৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা পর্যায় থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশনের প্রতিটি পর্যায়ে শিশু ও স্থানীয় জনগণ এবং উপকারভোগীদের কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করানো

আমাদের দায়িত্ব। অংশগ্রহণ বিভিন্নভাবে হতে পারে: শিশু বা জনসমাজের নেতৃত্বে, সহযোগিতামূলক, পরামর্শমূলক ও অংশগ্রহণহীন। কার্যক্রমের মধ্যে শুধু এক ধরনের অংশগ্রহণ থাকবে তা নয়, অংশগ্রহণ স্বাভাবিকভাবেই ওপরের একাধিক রকমের সমন্বয়েও হতে পারে। অংশগ্রহণহীনতা হচ্ছে নেতিবাচক। এবং এটি প্রতীকী বা নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য হতে পারে। বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির বিভিন্ন ধাপে বা বিভিন্ন পর্যায়ে বাকি তিন রকমের অংশগ্রহণ দরকার হবে।

পরামর্শমূলক অংশগ্রহণ: পরামর্শমূলক অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জীবনযাপন ও তাদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞান ও উপলব্ধি বৃদ্ধি করার জন্য অভিমত চাওয়া। এটি তাদের বিশ্বাস ও দক্ষতার প্রতি আমাদের আস্থাকে প্রমাণিত করে। তবে এই ধরনের অংশগ্রহণ আমাদের বা আমাদের সহযোগিরাই পরিচালনা করে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। পরামর্শের কাজটি প্রকল্প তৈরি এবং মনিটরিং অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে এই তিন ধাপেই ব্যবহার করা যাবে।

সহযোগিতার অর্থ হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অংশীদারত্বের ভিত্তিতে তাদের যোগ্যতা অনযায়ী আমাদের কর্মীদের সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কাজ করতে পারবেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রকল্পের গবেষণা পর্যায়ে অথবা প্রকল্প বাস্তবায়নকালে সহযোগিতা করতে পারে।

কমিউনিটির মানুষের নেতৃত্বে অংশগ্রহণ বলা হবে, যখন কমিউনিটির মানুষজন তাদের নিজেদের প্রকল্প বা উদ্যোগ পরিচালনার জন্য ক্ষমতায়িত হয় – স্বতন্ত্রভাবে হোক বা তাদের নিজ সংগঠন হোক। এক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা হচ্ছে তাদের কাজ সহজ করে দেওয়া, পরামর্শ ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। অংশগ্রহণ বিষয়ে আমরা দুটি বিষয় দেখার চেষ্টা করি, প্রথমত, কর্মসূচির বিভিন্ন ধাপে অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং দ্বিতীয়ত, অংশগ্রহণের মান বাড়ানো।

মতামত ও অভিযোগ নিরসন: অভিযোগ বলতে বোঝায় অসন্তোষ বা ক্ষোভ। যে কেউ প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থতার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ করতে পারে অথবা এমন কেউ যিনি সিপ- এর কর্মসূচিসমূহ বা এর কর্মীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তিনিও অভিযোগ জানাতে পারেন। প্রধানত, একটি অভিযোগের মধ্যে থাকে সেবার মান নিয়ে উদ্বেগ, সিপ বা এর কর্মী ও প্রতিনিধির (যাদের মধ্যে রয়েছেন সহযোগী কর্মী, ভলান্টিয়ার, ঠিকাদার/পরামর্শক, জনসমাজের সদস্যগণ বা যারা আমাদের কাজের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট কোনো কাজের বা কোনো কাজের উদ্যোগহীনতা সম্পর্কে অভিযোগ।

৫. কে অভিযোগ করতে পারেন?

প্রকল্প এলাকার স্থানীয় মানুষ বা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর যেকোনো শিশু, নারী, পুরুষ বা তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি আমাদের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকুক বা না- ই থাকুক, আমাদের কাছে অভিযোগ করতে পারেন। আমাদের কর্মসূচি বা সিদ্ধান্ত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এমন যে কেউ অভিযোগ ও মতামত পেশ করতে পারেন।

মতামত হচ্ছে, আমাদের কর্মসূচিসমূহ এবং আমাদের কর্মী ও প্রতিনিধিবৃন্দের আচরণ সম্পর্কে ইতিবাচক বা নেতিবাচক মতের বিবরণ যা তথ্য জ্ঞাপন বা কর্মোদ্যোগ নেওয়ার জন্য জানানো হয়- আনুষ্ঠানিক অভিযোগ উত্থাপনের উদ্দেশ্যে নয়।

অসংবেদনশীল ও স্পর্শকাতর অভিযোগসমূহ: অসংবেদনশীল অভিযোগ হলো- সিপ কিংবা সহযোগী কর্তৃক বাস্তবায়িত কাজ এবং সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাপারে উদ্বেগ জানানো হয়, যা কার্যক্রম সম্পর্কিত জ্ঞান এবং সাধারণ জ্ঞান দ্বারা প্রশমিত করা যায়।

স্পর্শকাতর অভিযোগ- এর মধ্যে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে:

- দুর্নীতি, প্রকল্পের তহবিল বা উপকরণাদির অপব্যবহার
- শিশু সুরক্ষা নীতিমালা এবং কর্মীদের আচরণবিধির যে কোনো প্রকার লঙ্ঘন, যেমন- কর্মীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কারও প্রতি কোনো ধরনের শোষণ, অপব্যবহার বা যেকোনো প্রকার হয়রানি (যৌন হয়রানি, দৈহিক অথবা মৌখিক সহ)
- জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল, বয়স ইত্যাদির ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য।
- সিপ কর্তৃক গুরুতর হিসেবে বিবেচিত অন্যান্য অভিযোগসমূহ, যেমন স্থানীয় আইনের লঙ্ঘন, শিশু ও নারী এবং অন্যান্য উপকারভোগীর নিরাপত্তা সমস্যা বা ক্ষতির পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এমন বিষয়।

৬. অভিযোগসমূহের শ্রেণিবিন্যাস

| | | |
|----------|------------------|---|
| শ্রেণি ০ | অসংবেদনশীল | ধন্যবাদ জ্ঞাপন |
| শ্রেণি ১ | অসংবেদনশীল | তথ্যের অনুরোধ |
| শ্রেণি ২ | অসংবেদনশীল | সহায়তার অনুরোধ |
| শ্রেণি ৩ | অসংবেদনশীল | ছোটোখাট অসন্তোষ (যেমন- বসার জায়গাটি আরামদায়ক ছিলো না, মানবিক সহায়তা যে প্যাকেটে দেওয়া হয়েছে তা টেকসই ছিলো না ইত্যাদি) |
| শ্রেণি ৪ | অসংবেদনশীল | কর্মসূচি সংক্রান্ত গুরুতর অসন্তোষ (যেমন- নিম্নমানের খাদ্য বা সামগ্রী, উপকারভোগী নির্বাচনে অসচ্ছতা, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার ঝুঁকি) |
| শ্রেণি ৫ | গুরুতর অভিযোগ | সিপ এর কর্মীদের আচরণবিধি এবং/বা শিশু সুরক্ষা নীতিমালা এবং যৌন নিগ্রহ শোষণ প্রতিরোধে প্রণীত নীতিমালার লঙ্ঘন (সিপ বা এর সহযোগী কর্মীবৃন্দ বা প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রতারণা, চুরি, দুর্নীতিসহ অসঙ্গত আচরণ বা দুর্ব্যবহারের অভিযোগ- যেমন অস্থাবর সম্পত্তির অপব্যবহার বা টাকা প্রদানের অনুরোধ; মৌখিক, দৈহিক বা যৌন নিপীড়ন; উপকারভোগীদের সাথে ক্ষমতার অপব্যবহার করে যৌন সম্পর্ক স্থাপন; অথবা এমন আচরণ যা যৌন নিপীড়ণমূলক মনে হতে পারে, যেমন কোনো শিশুর সাথে একান্তে বেশি সময় কাটানো। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত অনুসন্ধান পদ্ধতি প্রযোজ্য। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী সিপ এর নীতিমালাসমূহে যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে তা প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। |
| শ্রেণি ৬ | গুরুতর অভিযোগ | সিপ এর কর্মী বা প্রতিনিধি নন এমন কারও বিরুদ্ধে (যেমন কমিউনিটির কোনো সদস্য, অন্যান্য এনজিও বা তত্ত্বাবধানকারী সংস্থার কর্মীবৃন্দ) শিশু ও নারীর প্রতি নিপীড়ন বা যৌন হয়রানির অভিযোগ। এমন অভিযোগের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক অনুসন্ধান পরিচালিত হবে। শিশু সুরক্ষায় কোনো ধরনের উদ্বেগ বা উৎকর্ষার উদ্বেগ হলে নীতিমালায় বর্ণিত নিয়ম এবং অনুসন্ধানের প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। |

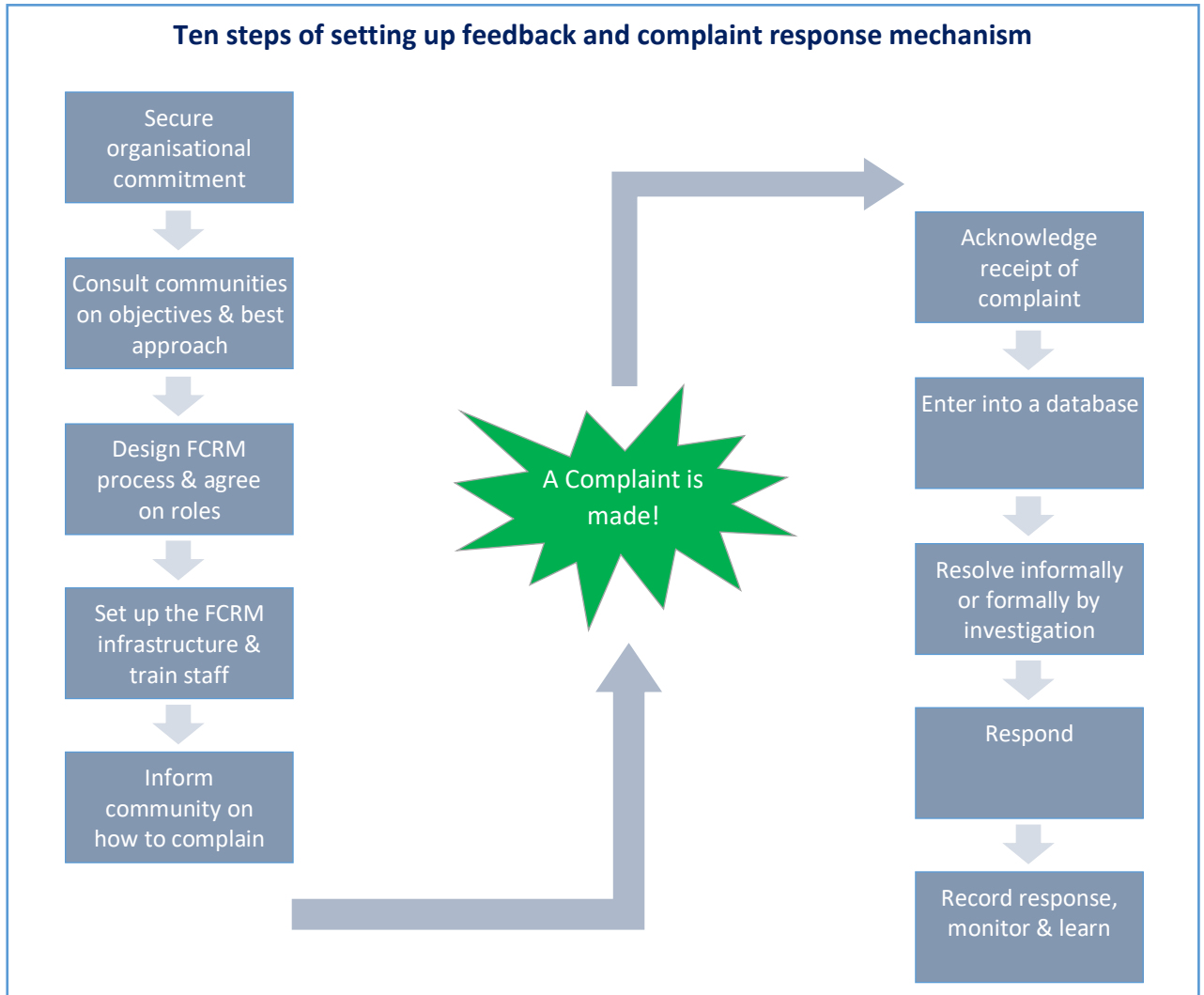
অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ

অভিযোগ প্রাপ্তির আগের ব্যবস্থাপনা

১. ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি জবাবদিহিতার ব্যাপারে দায়বদ্ধ থাকা
২. কর্মসূচির লক্ষ্য- উদ্দেশ্য সম্পর্কে কমিউনিটির মানুষের সাথে আলাপ- আলোচনা
৩. মতামত ও অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া গড়ে তোলা, কার কী ভূমিকা নিশ্চিত করা
৪. মতামত ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলা ও কর্মীদের প্রশিক্ষিত করা
৫. মতামত, পরামর্শ বা অভিযোগ প্রদানের প্রক্রিয়া জনগণকে অবহিত করা

অভিযোগ প্রাপ্তির পরের ব্যবস্থাপনা

৬. অভিযোগ সংগ্রহ করা, শোনা বা লিপিবদ্ধ করা
৭. অভিযোগ বা মতামতসমূহ একটি ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা
৮. আনুষ্ঠানিক অথবা আনানুষ্ঠানিকভাবে তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা
৯. তদন্ত ফলাফলের ভিত্তিতে রিপোর্টিং এবং সাড়া দান
১০. অনুসন্ধান রিপোর্ট সংরক্ষণ করা, মনিটরিং ও ফলো-আপ এবং শিক্ষা/ অভিজ্ঞতা অর্জন।



৭. কর্মীদের আচরণবিধির মৌলিক বিধিসমূহ

সংস্থার প্রধান কার্যালয় এবং এর আওতাধীন ও অধীনস্থ প্রতিটি ইউনিট বা প্রকল্প অফিসসমূহের কর্মীগণ নিচের বিধিসমূহ মেনে চলবেন-

১ শিশুর (১৮ বছরের নিচে প্রত্যেকে শিশু হিসেবে বিবেচিত হবে) সাথে যে কোনো ধরনের যৌনতা আচরণবিধির লঙ্ঘন বলে পরিগণিত হবে। স্থানীয় সংস্কৃতিতে যা-ই থাকুক না কেন ১৮ বছরের নিচে যে কোনো ব্যক্তির সাথে যৌন ক্রিয়াকলাপ পারস্পারিক সম্মতির মাধ্যমে হলেও তা শাস্তিযোগ্য। শিশুর বয়স সম্পর্কে ভুল ধারণা অথবা ভুল করে শিশুকে ১৮ বছরের বেশি মনে করে যৌন ক্রিয়াকলাপ করা হলেও তা অগ্রহণযোগ্য হবে এবং এই ভুল বা অসতর্কতা কোনোভাবেই শাস্তির মাত্রা কমাতে না।

২ খাদ্য, অর্থ অথবা অন্য যে কোনো সাহায্য দেওয়ার বিনিময়ে অথবা প্রলোভন দেখিয়ে অথবা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌন সুবিধা লাভের যে কোনো প্রচেষ্টা শাস্তিযোগ্য।

৩ নিজের অথবা অন্যের জন্য যৌন সেবা সরবরাহের জন্য অথবা সংগ্রহের জন্য শিশু অথবা প্রাপ্তবয়স্ক যে কোনো ব্যক্তিকে ব্যবহার করা আচরণবিধির গুরুতর লঙ্ঘন।

৪ সংস্থা অথবা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আছে এমন এলাকা, যৌনকর্মীদের অবস্থানস্থল অথবা পতিতালয়, অথবা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কোনো সদস্য অথবা যৌনকর্মীর সাথে যৌন ক্রিয়াকলাপের জন্য অর্থ বিনিময়, কাজ বা চাকরির সুযোগ দেওয়া অথবা অন্য কোনো জিনিস বা সেবা দেওয়া আচরণবিধির গুরুতর লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে।

৫ সংস্থার কর্মী এবং প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী অথবা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সদস্যের মধ্যে কোনো প্রকার যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না। প্রকল্প চলাকালীন স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য সামাজিক রীতিনীতি মেনে সংস্থার কোনো কর্মীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলেও সংস্থা তা নিরুৎসাহিত করবে। সংস্থার কোনো কর্মী মানবিক সহায়তা গ্রহণকারী অথবা প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী প্রাপ্তবয়স্ক কোনো ব্যক্তিকে যৌন সম্পর্ক (সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য) স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে কোনোরূপ প্রস্তাব, ইঙ্গিত, প্রেম নিবেদন বা অন্য কোনোভাবে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবেন না।

৬ সংস্থার প্রত্যেক কর্মী তার সহকর্মী অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য সংস্থার কোনো কর্মীর নিকট থেকে যৌন হয়রানি অথবা যৌন নিগ্রহের শিকার হলে বিদ্যমান অভিযোগ দাখিল পদ্ধতি অনুযায়ী অবশ্যই রিপোর্ট করবেন।

৭ সংস্থার প্রতিটি কর্মী তার কর্মস্থলে যৌন হয়রানি বা যৌন নিগ্রহ ও শোষণ বিরোধী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। সংস্থার নির্বাহীগণ আচরণবিধি বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সিস্টেম তৈরি করবেন।

৮. কর্মীদের মৌলিক আচরণবিধির সাথে প্লাসডিকি কিছু অবসরবীয়া বিধি

১ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কোনো সদস্যের প্রতি রুচ, অসম্মান বা অপমানসূচক ভাষায় কথা বলা যাবে না।

২ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর বিশেষ কোনো সদস্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া বা উপেক্ষা করা যাবে না।

৩ অসত্য আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

৪ অভিবাদন ব্যতীত শারীরিক স্পর্শ করে (গ্রহণযোগ্য হলেও) কথা বলা থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকতে হবে। যেমন- মাথায় হাত বুলানো, দৃষ্টিকটুভাবে করমর্দন, ঘাড়ে হাত দিয়ে কথা বলা, ইত্যাদি।

৫ সবাইকে ‘আপনি’ সম্বোধন করে কথা বলতে হবে।

৯. কর্মীদের পারস্পারিক মর্যাদার সুরক্ষায় অনুসরণীয় বিধিসমূহ

১ শারীরিকভাবে অথবা কথার মাধ্যমে যে কোনো রকমের উত্যক্তকরণ বা যৌন হয়রানিমূলক মন্তব্য অবশ্যই পরিত্যাজ্য এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

২ সংস্থার কর্মীরা একে অন্যের সংস্কৃতি, ভাষা, আঞ্চলিকতা, পূর্বপুরুষ, শারীরিক গঠন, বর্ণ, ধর্ম বা মতভিন্নতার কারণে অপমানজনক কৌতুক, হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে পারবেন না।

৩ আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার, হুমকি প্রদান অথবা হেয় প্রতিপন্ন করা থেকে কর্মীরা বিরত থাকবেন।

৪ সংস্থার কর্মীরা একে অপরের পারস্পারিক মর্যাদা সুরক্ষায় সচেতন থাকবেন। এমন কোনো কথা, কাজ বা আচরণ করা থেকে কর্মীরা বিরত থাকবেন যেন অপরের সম্মানহানী না হয়। সিনিয়র-জুনিয়র নির্বিশেষে সকল কর্মী পূর্বপরিচিতি, হৃদয়তা ও পারস্পারিক সম্মতি সাপেক্ষে একে অপরকে সম্বোধন করতে পারবেন।

৫ সংস্থার কর্মীরা একে অপরকে অসম্মানজনক নামে ডাকা, নাম বিকৃতি অথবা বিকৃত উচ্চারণে ডাকা থেকে বিরত থাকবেন।

৬ অশ্লীল আচরণ, ইঙ্গিত, কথাবার্তা, মেসেজ বা ইমেইল অথবা অন্য যে কোনো মাধ্যমে অগ্রহণযোগ্য আচরণ যৌন হয়রানির আওতায় পড়বে। এক্ষেত্রে যৌন হয়রানির জন্য প্রযোজ্য শাস্তি প্রয়োগ করা হবে।

৭ কোনো কর্মী অন্য কর্মীর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে যৌন হয়রানির মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করলে অথবা তদন্তে অভিযোগের সত্যতা না পাওয়া গেলে অসত্য অভিযোগকারীও শাস্তির মুখোমুখি হবেন। এক্ষেত্রে অভিযোগ সত্য হলে ব্যক্তি যে শাস্তি পেতেন অভিযোগ অসত্য হলে মিথ্যা অভিযোগকারীরও ঠিক সেই পরিমাণ শাস্তি হবে।

১০. পরিশিষ্ট এবং গ্লোবাল তথ্যসূত্র

Complaint & Feedback Management Guidelines of Action Against Hunger/ ACF Bangladesh; Available at <https://drive.google.com/open?id=1wCr-triWkgdpfGvEP4SI0SmgT4uuyyn>

Session 7, Save the Children's Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL) Introductory Course Available at:

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjswIT2p7nAhXN6nMBHVjwAzlQFjAAeqQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.open.edu%2Fopenlearncreate%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D53564&usq=AOvVaw2cZKrWL3D7F0LUQCuHYyA1>

(স্বাক্ষর)

নির্বাহী পরিচালক

সিপ